গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৫ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোন উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.maktabatulfurqan.com

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের সাথে তুরস্ক, আমেরিকা এবং কানাডার বিভিন্ন শহরে দ্বীনি সফরনামা

সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি

◆

মুহাম্মাদ আদম আলী

সফরনামা | মাকতাবাতুল ফুরকান

সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি
মুহাম্মাদ আদম আলী

■ **প্রকাশক ঃ**

মাকতাবাতুল ফুরকান
বাড়ি ■ ১৮, রোড ■ ৭/বি, সেক্টর ■ ৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: +৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯, +৮৮০১৯৭১৩৩৬৬৩৩
ইমেইল ঃ adamalibd@yahoo.com
ওয়েবসাইট : **www.maktabatulfurqan.com**

■ **প্রথম প্রকাশ ঃ** রমজান ১৪৩৬ হিজরী / জুন ২০১৫ ঈসায়ী
■ প্রচ্ছদ ঃ সাইদুর রহমান
■ মুদ্রণ ঃ দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা. ০১৭৩০ ৭০৬ ৭৩৫

■ **মূল্য ঃ দুই শত চল্লিশ টাকা মাত্র**

Shurjalokito Moddhoratri
by **Muhammad Adam Ali**
Price: [redacted]

উ | ৎ | স | র্গ

যাদের দু'আর বরকতে
হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান (দামাত বারাকাতুহুম)-এর সাথে
সফর করার সৌভাগ্য হয়েছে, সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন
আব্বা ও আম্মাকে।

মাকতাবাতুল ফুরকান থেকে প্রকাশিত অনবদ্য গ্রন্থাবলী

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-১
- **বিজ্ঞান ও কুরআন**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-২
- **ইসলাম ও সামাজিকতা**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-৩
- **ইসলামে আধুনিকতা**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-৪
- **তাবলীগ ও তা'লীম**

প্রফেসর হযরতের বয়ান সংকলন-৫
- **পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দ্বীনি অনুভূতি**

প্রফেসর হযরতের বাণী সংকলন
- **আত্মশুদ্ধির পাথেয়**

- **প্রফেসর হযরতের সাথে আমেরিকা সফর**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

- **প্রফেসর হযরতের সাথে নিউজিল্যান্ড সফর**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের সাথে দেশ-বিদেশে সফরের গল্প
- **পথের দিশা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)**
  মুহাম্মাদ আদম আলী

প্রফেসর হযরতের ইংরেজি বয়ান সংকলন
- **An Appeal to Common Sense**

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى

আলহামদুল্লিাহ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুসলমান বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। ইসলামের মত এক অপূর্ব নেয়ামত দিয়েছেন। এ নেয়ামতের উসিলায় সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম ৫ মে ১৫ থেকে ২৭ মে ২০১৫ পর্যন্ত তুরস্ক, আমেরিকা এবং কানাডা সফর করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার খাদেম হিসেবে থাকার তাওফীক দিয়েছেন। এটা ছিল অন্যান্য সফরের তুলনায় ব্যতিক্রমী সফর। মূল সফর ছিল কানাডা। তার্কিস এয়ারলাইনসে ট্রাভেল করার সুবাধে তুরস্কে সফর হয়েছে। আর সফরের সুবিধার জন্য আমেরিকা যুক্ত হয়েছে। তুরস্কে কোন দ্বীনি প্রোগ্রাম হয়নি। বিশ্রামই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তথাপি ইস্তাম্বুল শহরের পুরোনো ঐতিহ্য, তোপকাপি যাদুঘরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যুগের বিভিন্ন নিদর্শন দেখার তাওফীক হয়েছে। নিউইয়র্কে দু'দিন অবস্থানে দু'টি প্রোগ্রাম হয়েছে। কানাডায় প্রথম এগার দিন বিভিন্ন শহরে প্রোগ্রাম হয়েছে। কিন্তু সফরের প্রায় শেষ দিকে হযরত অসুস্থ হয়ে

পড়েন। আমেরিকার ফ্লোরিডা, ডলাসসহ আরও কয়েকটি শহরে প্রোগ্রাম করার কথা ছিল। সেগুলো আর সম্ভব হয়নি। হযরতের অসুস্থতা বেড়ে গেলে দ্রুত দেশে ফিরে আসতে হয়েছে। এ সফরে কষ্ট এবং সৌভাগ্য পাশাপাশি এসেছে। আমি আমার সেই অভিজ্ঞতার কথা এখানে বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ এ চেষ্টাকে কবুল করুন।

অনেকে এ লেখার প্রুফ দেখে দিয়েছেন। কানাডার বিভিন্ন শহরে যারা আমাদের মেজবান ছিলেন, তারা প্রত্যেকে বইটির আদ্যোপান্ত পড়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। পুরো লেখায় অনেক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল। আল্লাহ তা'আলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
বাড়ি ১৪, রোড ৭/বি, সেক্টর ৩
উত্তরা, ঢাকা ১২৩০

২৪ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫ হিজরী
২৫ এপ্রিল ২০১৪ ঈসায়ী

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আকাশের কথা
ঢাকা থেকে ইস্তাম্বুল
সুলতান আহমাদ মসজিদ
তোপকাপি যাদুঘর
হোটেলে এক রাত
আবু আইউব আল-আনসারী (ﷺ)-এর কবর এবং
সুলতান সুলাইমান মসজিদ
ইস্তাম্বুল থেকে নিউইয়র্ক
নিউইয়র্ক
টরেন্টোর পথে

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বীনি মুআমালাত
বাইতুল জান্নাহ মসজিদ
নায়াগ্রা জলপ্রপাত
সকালের তা'লীম
সূর্যালোকিত মধ্যরাত্রি
তাসাউফ শিক্ষা
তাবলীগের মারকাযে বয়ান
শুক্রবারের ফজরের নামায
বাইআত
অন্টারিও লেক

মিরাকেল
এক কাপ কফি
রিয়াদুস সলিহীন
দু'আ এবং বরকত
আবু বকর মসজিদ
টেলি-কমিউনিকেশন
সিএন টাওয়ার
পুরোনো কষ্ট, নতুন ব্যথা
ট্রিটমেন্ট
সূরা ইয়াসীন
দু'আ
হাসপাতাল বেড
রাষ্ট্রীয় গল্প
নামাযের জায়গা
এসলাহ ও খেদমত

তৃতীয় অধ্যায়

ফিরতি পথ
টাউন হাউসে শেষ সকাল
গাড়ি, এম্বুলেন্স এবং দুশ্চিন্তা
টরেন্টো এয়ারপোর্ট
বিজনেস ক্লাস
মটরাইজ্ড হুইল চেয়ার
ঢাকা, প্রাণের ঢাকা

প্রথম অধ্যায়

আকাশের কথা

‘আমি কখনও কালের কঠোরতা এবং আকাশের নির্মমতার অভিযোগ করিনি। তবে একবার আমি আর ধৈর্য রাখতে পারিনি। আমার পায়ে জুতা ছিল না, জুতা কেনার অর্থও ছিল না। তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে কুফার এক মসজিদে গিয়ে উঠলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, একটি লোক শুয়ে আছে যার একখানি পা-ই নেই। তখন আমি আল্লাহর শোকর জানিয়ে নিজের খালি পা থাকাও গণিমত করলাম।’

– শেখ সাদী রহ. (গুলিস্তাঁ)

ঢাকা থেকে ইস্তাম্বুল

কাল সারা রাত ঘুম হয়নি। আসলে ঘুমাতে পারিনি। ভোর সাড়ে তিনটায় এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং। এ চিন্তায় জেগে থাকতে হয়েছে। নির্ঘুম রাত্রির ক্লান্তি ভর করে আছে। এর মধ্যে স্বপ্ন দেখছি। জানা স্বপ্ন। জেগেও দেখা যায়। হযরতের সাথে কানাডা সফরের স্বপ্ন। স্বপ্নটা এখন বাস্তব হতে যাচ্ছে। এটা মনে হতেই শরীরে কেমন জানি কাঁপুনি অনুভব করছি। ভয় ভয় করছে। এরকম ভয় আগে করেনি। প্রতিবারই কেউ না কেউ সাথে থাকে। এবার কেউ নেই।

হযরতকে নিয়ে এয়ারপোর্টে ঠিক সময়েই এসে হাজির হলাম। সব শেষ করে ডিপার্টিং লাউঞ্জে বসে আছি। বোর্ডিং শুরু হয়নি। প্লেন ছাড়তে দেরি হচ্ছে। গাড়ি দেরিতে ছাড়লে লোকজন ক্ষেপে যায়। চিল্লাচিল্লি করে। এখানেও হয়ত করত। প্লেনটা বাংলাদেশী না। তার্কিস এয়ার লাইনস। বাঙ্গালী যাত্রীও কম। তুরস্কে খুব বেশি বাঙ্গালী যায় না। যারা যায়, বেশিরভাগ ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার। আমরাও ট্রানজিট নিচ্ছি। তবে ইস্তাম্বুলে একদিন থাকতে হবে।

ইস্তাম্বুলে থাকা জরুরী ছিল না। সরাসরি নিউইয়র্কে গেলেই পারতাম। দীর্ঘ সফরে হযরতের একটু বিশ্রাম দরকার। এজন্য ব্রেক জার্নির ব্যবস্থা

করা হয়েছে। একদিনের ব্রেক। একদিনে দেশ দেখা যায় না। তবে একটা যাদুঘর নিশ্চয়ই দেখা যাবে। ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত তোপকাপি যাদুঘর। সেখানে রাসূল (ﷺ)-এর স্মৃতিবিজড়িত অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে। সাহাবীদের ব্যবহৃত বিভিন্ন বরকতময় জিনিস রয়েছে। তুরস্কে থাকার কথা শুনে চৌদ্দশ বছর আগের স্মৃতিকে দেখার আগ্রহও ক্রমাগত বাড়ছে। তবে সেটা সম্ভব হবে কিনা, জানি না। দুনিয়ার সৌন্দর্য দেখা কোন কাজ হতে পারে না। এ ব্যাপারে হযরতের কোন আগ্রহ নেই।

সকাল ছ'টা দশে ফ্লাইট। প্রায় সাতটার দিকে ছাড়ল। প্লেন ছাড়ার সাথে সাথে আকাশে ওড়ে না। রানওয়েতে ঘোরে। গাড়ির মত কিছুক্ষণ চলে। তারপর এক শব্দে আকাশে! এখন আমাকে একটা এসএমএস করতে হবে। 'বাবু' নামে এক যুবক আমাদের প্লেনটাকে দেখবে। সে এখন বাড়ির ছাদে বসে আছে। প্লেনের স্ট্যাটাস তাকে এসএমএস করলাম। সে প্লেনটা দেখতে পারল কিনা, আরেকটা এসএমএস করে জানতে হবে। ততক্ষণে গ্রামীণ ফোন আউট অব নেটওয়ার্ক হয়ে যাবে। শহর থেকে শহরে যেতে পারলেও এ নেটওয়ার্ক এখনো আকাশে উড়তে শেখেনি।

আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই ঘোরের মত লাগছে। এতটাই অবাস্তব যে, শরীরে কাঁপুনি হচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব ম্যানেজ করা হয়েছে। এগুলো শেষ পর্যন্ত ক্লিক করবে কিনা, এজন্য চিন্তা হচ্ছে। কাজ যাই করছি, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হচ্ছে। অনেক কষ্টে স্বাভাবিক আছি। অবস্থাটা বোঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিতে পারলে সহজ হত। সেটা এখন দেয়া যাচ্ছে না।

প্লেনে উঠেই হযরত পেন্ডিং ঘুমগুলো ঘুমাতে চেষ্টা করেন। এখনো করছেন। একটু পরেই কিছু খেতে দিবে। খেয়ে একেবারে ঘুমাব। এজন্য আমি জেগে আছি। চোখে টান লেগে লেগে ঘুম আসছে। এসময়

বাম পাশে এক যুবক এসে বসল। সিটটা মূলত আমার। মাঝখানের সারিতে চারটি সীট। দুটোতে আমরা বসে আছি। বাকী দুটো সীটই খালি। আমি চাইনি সেখানে কেউ বসুক। আমার ইচ্ছা, একটু পর হযরতকে তিনটি সীট মিলিয়ে শুইয়ে দেব। হযরত এখনই শুতে রাজি হচ্ছেন না। এজন্য সীটটা খালি পড়ে ছিল। খালি সীটে কেউ বসলে না করা যায় না। যুবকের নাম মুস্তাকীন। থাকে ইটালী। তার সীট পড়েছে এক মহিলার সাথে। সেখান থেকে উঠে এসে আমার পাশে বসেছে। খুবই ভাল কথা। ভাল কথা আর ভাল থাকল না।

সে এসে আমার সাথে কথা শুরু করল। আমি কথা বলতে চাচ্ছি না। হযরতকে পাশে রেখে কারও সাথে গল্প করা যায় না। সে একটার পর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছে। উত্তর না দিয়েও পারছি না। আমি তার প্রশ্ন বন্ধ করতে চাইলাম। এজন্য একটা বই দিলাম। বইয়ের ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই। বই পাশে রেখে গল্প করছে। আমি তাকে হযরতের পরিচয় দিতে চাইলাম। পারলাম না। উলামায়ে কেরামের কারো নাম শুনেছে বলে মনে হল না। এই জগতের কাউকে সে চেনে না। শুধু বললাম, 'তিনি একজন বুযুর্গ মানুষ। মুসাফাহা করেন।' সে করল।

মুসাফাহা করেই সে আবার আগের গল্পে ফিরে এল। আমি চুপচাপ তার কথা শুনছি। এ অবস্থা তার ভাল লাগল না। এক সময় সে তার সীটে ফিরে গেল। পাশের মহিলার সাথে গল্প জুড়ে দিল। পুরো সফরে তার মুখ আর বন্ধ করতে হয়নি। সে যা চেয়েছিল, পেয়ে গেছে। অনর্থক কথা বলায় আমরা উস্তাদ। কিন্তু আসল উস্তাদের কথা শুনি না। আমলও করতে পারি না।

ঘণ্টাখানেক সময় পার হয়েছে। হযরত জেগে আছেন। একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে। তার দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস হচ্ছে না। হযরতের জন্য প্রচুর বিশ্রাম দরকার। কত যে সফর করেছেন! হাঁটতে

হাঁটতে ক্লান্ত হয়েছেন, রিকশায় বসে বসে অনেক পথ গিয়েছেন। তিন চাকার বেবিট্যাক্সি, সিএনজি, পাবলিক বাস, প্রাইভেট কার আর মাইক্রোবাসে জার্নির কোন হিসেব নেই। মানুষ যেমন ঘুমে জীবনের অর্ধেক শেষ করে দেয়, তিনি তেমনি গাড়িতে বসেই কাটিয়েছেন। বসে বসেই বিছানার ঘুম ঘুমিয়েছেন। এখন যখন প্লেন জার্নি শুরু হয়েছে, তখন আর পারছেন না। সারাবিশ্বেই হযরত সফর করতে পারতেন। বিশ্ব এমন মানুষ কখনো দেখেনি। এক-আধটু যাই গিয়েছেন, তাতেই মানুষ অবাক। বছর ধরে অপেক্ষা করে, আবার তিনি কবে আসবেন? এসব মানুষের কথা সবাই জানে না। আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে মানুষ পাল্টে যায়। সমাজ নতুনভাবে গড়ে ওঠে। একসময় হয়ত দেশও পরিবর্তন দেখবে। আমি কথাটা বলে ফেললাম, 'হযরত, এবার সফরে আসার আগে অনেকে অনেক কথা বলেছে।' তিনি জবাব দিলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল (ﷺ)-কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন,

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ৬:৩৩

'তাদের কথাবার্তায় তোমার যে খুব দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয়, তা আমি ভালভাবেই জানি। তারা শুধু তোমাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, বরং এ পাপিষ্ঠ যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকেও অস্বীকার করছে।' সূরা মুনাফিকুনে আছে,

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ৬৩:৮

'অথচ মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ, আর তার রাসূলের এবং মুমিনদেরই।' সবর কর। আল্লাহ তোমার সওয়াব বাড়িয়ে দিবেন।' এটুকু বলে হযরত আর কিছু বললেন না। কে কি বলেছে, তার কিছুই জানতে চাননি। এমন জবাবে সেসব কিছু বলারও আগ্রহ থাকে না।

সুলতান আহমাদ মসজিদ

ইস্তাম্বুল এয়ারপোর্ট। মানুষের ভীড় অনেক। পর্যটকই বেশি। আমাদেরকে পাসপোর্ট কন্ট্রোল অফিসে যেতে হবে। গেলাম। সেখানে লম্বা লাইন। লাইনটা সোজা না। আঁকা-বাঁকা। আঁকাবাঁকা লাইন পার হয়ে শেষ সীমানায় যেতেই পাসপোর্ট অফিসারের দেখা পাওয়া গেল। তিনি খুব দ্রুত কাজ করছেন। ই-ভিসা প্রসেসিং যেমন সহজ, ইমিগ্রেশনও সহজ। আমাদের ইমিগ্রেশন হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ। এখন হযরতের চেয়ারটা নিতে হবে। প্লেনে ওঠার আগে সেটা লাগেজে দেয়া হয়েছে। বড় এয়ারপোর্টে লাগেজ বেল্টে পৌঁছতে সময় লাগে। এখানে সে সমস্যা হয়নি। সমস্যা হল বেল্ট ঘোরা শেষ হয়ে গেলেও চেয়ার পাওয়া গেল না। এখন কম্প্লেইন করতে হবে। এজন্য কোন বুথ দেখা যাচ্ছে না। কাছাকাছি একজন অফিসারকে পেলাম। তাকে লাগেজের স্লিপটা দেখালাম। তিনি পড়ে বললেন, 'এটা নিউইয়র্ক চলে গেছে।' এ অবস্থায় নিজেই লজ্জা পেলাম। লেখাটা আগে পড়লে এতক্ষণ কষ্ট করতে হত না।

জনাব নেযাতি সাহেব। তুরস্কের মানুষ। ব্যবসায়ী। বাংলাদেশে এসেছিলেন ২০১২ সালে। তখন হযরতের সাথে দেখা করেছিলেন।

বাদশা টেক্সটাইলসের ডিএমডি মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন সাহেব তাকে হযরতের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। আমিও ছিলাম। হযরতকে নিয়ে তুরস্ক সফর করার ইচ্ছা অনেকদিনের। এই নেযাতি সাহেবকে সামনে রেখে আমার সেই স্বপ্ন আবর্তিত হচ্ছিল। আবর্তনের আর ট্রেস থাকেনি। তিন বছর পর সেই সুযোগ এল। আমার স্বপ্নের সেই নেযাতি সাহেবও এসে হাজির। তিনি আমাদেরকে এয়ারপোর্টে রিসিভ করেছেন। হোটেল আগে থেকেই বুক করা ছিল। তিনি আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাবেন। বাংলাদেশ থেকে হেমায়েত সাহেব এসবের যোগাযোগ রেখেছেন। তার সাহায্য সহযোগিতায় হযরত খুব খুশি হয়েছেন।

ইস্তাম্বুল যানজটের শহর। কি রকম যানজট? ঢাকা থেকে বেশি। এটা আমার প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। রাস্তায় বের হয়ে টের পেলাম। যোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। হোটেল এখনো বার-তের কিলোমিটার দূরে। হযরত আগে নামায পড়ে নিতে চাইলেন। নেযাতি সাহেব একটা মসজিদের দিকে গাড়ি ঘোরালেন। মূল রাস্তা থেকে কিছু দূর গিয়ে গাড়ি আর চলে না। ঘণ্টা খানেক বসে থেকে উল্টো ফিরে এসেছি। মসজিদে আর যাওয়া হয়নি। চেয়ে কিছু না পেলেই সব খারাপ হয় না। ভালও হয়। জামাত পাব না জেনে আমরা এখন সরাসরি হোটেলের দিকে রওনা হলাম। ঘণ্টাখানেক লাগবে। হোটেলের কাছাকাছি একটি বিখ্যাত মসজিদ আছে। নেযাতি সাহেব সেখানে নামায পড়ার জন্য অনুরোধ করলেন। হযরত রাজী হলেন।

মসজিদটা আসলেই বিখ্যাত। এটা দেখার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে। মসজিদের নাম হচ্ছে সুলতান আহমাদ মসজিদ। ব্লু মসজিদ নামেই বেশি পরিচিত। প্রায় চারশ বছরের পুরোনো এই মসজিদ। ১৬০৯ থেকে ১৬১৬ পর্যন্ত এটি নির্মাণ করা হয়। মসজিদের ভেতর অপূর্ব কারুকাজ। তখনকার আমলে টাইলসের উপর ব্লু রঙের সৌখিন কাজ এখনো অবিকল একইরকম আছে।